দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 AUG 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

26

পার্বত্য জেলাগুলির স্থানীয় সরকার পরিষদের নিকট ক্রমান্বয়ে সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করা হইবে

— এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন তাহার সরকার উপজাতীয় লোকজনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পার্বত্য জেলাসমূহের স্থানীয় সরকার পরিষদের নিকট ক্রমান্বয়ে সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠন করা হইয়াছে। এই মন্ত্রণালয়টি পার্বত্য জেলা সমূহের সকল বিষয় দেখা-শুনা করিবে। ইহা এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবে। পূর্বে পার্বত্য এলাকার লোকজনকে তাহাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যাইতে হইত। বাসস

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

জানায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (বুধবার) খাগড়াছড়ি টাউন হলে সর্বস্তরের লোকজনের এক সমাবেশে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা তাহার সরকারের সৃষ্ট নহে। তিনি বলেন, তাহার সরকারই প্রথম পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং উহার স্থায়ী সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তাহার সরকার নবগঠিত বিশেষ মন্ত্রণালয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদকে। প্রেসিডেন্ট বলেন, পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য এক বছর পূর্বে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। ইতিমধ্যেই এই পরিষদকে বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতাসহ ৩/৪টি দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, একটি নয়া ব্যবস্থা চালু করার জন্য এক বছর সংক্ষিপ্ত সময়।

সভায় ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ, এলজি আরডি মন্ত্রী নাজিউর রহমান, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান এ কে এম আমানুল্লাহ এম পি, পৌরসভার চেয়ারম্যান জাহেদুল আলম এবং মহিলা কল্যাণ সমিতির নেতা আঞ্জলিকা চাকমা। অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এম আতিকুর রহমান এবং ২৪তম পদাতিক বাহিনীর জিওসি মেজর জেনারেল এম এ সালাম উপস্থিত ছিলেন। পূর্বাহ্নে সার্কিট হাউজ হইতে টাউন হলে আসার পথে প্রেসিডেন্টকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। উপজাতীয় মেয়েরা ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রেসিডেন্টকে ফুল নিক্ষেপ করিয়া স্বাগত জানান হয়। প্রেসিডেন্ট সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ গঠনের পর পার্বত্য অঞ্চলে ধীরে ধীরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তিনি স্থানীয় নেতা এবং অধিবাসীদের প্রতি বিভ্রান্ত যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে এবং সমাজের মূলধারায় ফিরাইয়া আনার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, শান্তিবাহিনীর লোকজনকে বুঝানোর দায়িত্ব তাহাদের যে, এখন এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন স্বদেশীয় নেতারা। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সীমান্তের ওপার হইতে প্রত্যাবর্তনকারী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে তাহার সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, উপজাতীয় ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশলী কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কোটা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, তাহার সরকার ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পল্লী এলাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের পৌরসভার ছাত্রীরাও অবৈতনিক লেখাপড়ার সুযোগ পাইবে।

তিনি বলেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে ছাত্রীদের লেখাপড়া এসএসসি পর্যন্ত অবৈতনিক করিতে তিনি আগ্রহী। প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য চাঁদা দেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ বলেন যে, প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বের ফলেই পার্বত্য এলাকার সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান হইয়াছে। নাজিউর রহমান বলেন, এখানে বসবাসকারী জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে সম্পদ সংগ্রহের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সার্কিট হাউজে স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদের সভায় ভাষণ দেন। তিনি এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশী-বিদেশী পর্যটকরা এখানে আসিবে। প্রেসিডেন্ট সরকারী শিশু সদনেরও উদ্বোধন করেন। সদনে ৫০টি ছেলে ও ২৬টি মেয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট শিশুদের সাথে কথা বলেন ও খোঁজ-খবর নেন। তিনি কমপ্লেক্সটি ঘুরিয়া দেখেন। তিনি কমপ্লেক্স ভবনের সামনে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি দিঘীনালায় নড়িয়াছড়ি সীমান্ত ফাড়ি এবং দুইতিলা আর্মিক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সেখানে জওয়ানদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জাতি দেশের ভূখণ্ড রক্ষায় তাহাদের সার্ভিসের জন্য গর্বিত। প্রেসিডেন্ট জওয়ানদের খোঁজ-খবর নেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এম আতিকুর রহমান এবং ২৪ পদাতিক বাহিনীর জিওসি মেজর জেনারেল এম, এ সালাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।